

222372 - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে কিংবা অন্য সময়ে ১১ রাকাতের বেশি পড়তেন না

প্রশ্ন

একজন বলল যে, আয়েশা (রাঃ) এর যে বর্ণনাতে ১১ রাকাত নামায পড়ার কথা উল্লেখ আছে সেটি তাহাজুদের নামায কিংবা বিতরের নামাযের ব্যাপারে; তারাবীর নামাযের ব্যাপারে নয়। এ ব্যাপারে আপনাদের মন্তব্য কী?

প্রিয় উত্তর

তাহাজুদের নামায, বিতরের নামায ও তারাবীর নামায এ সবগুলো নামাযকে একত্রে কিয়ামুল লাইল বা তারাবীর নামায বলা যায়। তবে তারাবীর নামায রমযান মাসের সাথে খাস।

আয়েশা (রাঃ) এর উক্তিটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাত্রিকালীন নামায সম্পর্কে। তাই তিনি রাতের বেলায় যে যে নামায পড়তেন সবগুলো এ উক্তির অধীনে পড়বে।

সহিহ বুখারী (৩৫৬৯) ও সহিহ মুসলিমে (৭৩৮) আবু সালামা বিন আবুর রহমান থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রমযান মাসের নামায কেমন ছিল? আয়েশা (রাঃ) বলেন: তিনি রমযানে কিংবা রমযান ছাড়া অন্য সময়ে এগার রাকাতের বেশি নামায পড়তেন না। তিনি চার রাকাত নামায পড়তেন। এ চার রাকাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। এরপর তিনি আরও চার রাকাত নামায পড়তেন। এ চার রাকাতেরও সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। এরপর তিনি তিন রাকাত নামায পড়তেন। একবার আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বিতর পড়ার আগে ঘুমিয়ে যাচ্ছেন? তিনি বললেন: আমার চোখ ঘুমায়। কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।

ইমাম নববী বলেন:

আয়েশা (রাঃ) থেকে সহিহ বুখারীতে এসেছে যে, তাঁর রাতের নামায ছিল ৭ রাকাত বা ৯ রাকাত। বুখারী ও মুসলিম এ হাদিসের পর ইবনে আবুস (রাঃ)- এর হাদিসে উল্লেখ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের বেলার নামায ছিল ১৩ রাকাত এবং সুবহে সাদিক হওয়ার পর ফজরের দুই রাকাত সুন্নত পড়তেন। যায়েদ বিন খালিদ এর হাদিসে রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালকাভাবে দুই রাকাত নামায পড়েছেন। এরপর দুই রাকাত দীর্ঘ নামায পড়েছেন। এরপর হাদিসের বাকী অংশ উল্লেখ করেন। হাদিসের শেষাংশে বলেন: এই হল: তের রাকাত। কায়ী ইয়ায বলেন: এ হাদিসসমূহে ইবনে আবুস (রাঃ), যায়েদ (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) বাস্তবে যা দেখেছেন সেটা জানিয়েছেন।

উল্লেখিত সাহাবীদের প্রত্যেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলায় সর্বমোট কত রাকাত নামায পড়তেন সেটা উল্লেখ করেছেন; এর মধ্যে তাহাজুদের নামাযও রয়েছে অন্য নামাযও রয়েছে।

হাফেয় ইবনে হাজার (রহঃ) উল্লেখ করেছেন যে, আয়েশা (রাঃ) এর উক্তি: "নবী সান্নাহাহু আলাইহি ওয়া সান্নামের রাতের নামায ছিল সাত রাকাত বা নয় রাকাত।" এর দ্বারা আয়েশা (রাঃ) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ভিন্ন সময়ে যা ঘটেছে। আর আয়েশা (রাঃ) এর উক্তি: "তিনি রম্যানে কিংবা রম্যান ছাড়া অন্য সময়ে এগার রাকাতের বেশি নামায পড়তেন না।" এটাই ছিল রাতের বেলায় তাঁর আদায়কৃত নামাযের সর্বাধিক সংখ্যা। তিনি এর চেয়ে বাঢ়তেন না।

আর আয়েশার উক্তি: "নবী সান্নাহাহু আলাইহি ওয়া সান্নাম ১৩ রাকাত নামায পড়েছেন": এ প্রসঙ্গে হাফেয় ইবনে হাজার দুটো সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। হতে পারে আয়েশা (রাঃ) রাতের নামাযের সাথে এশার দুই রাকাত সুন্নতকেও যোগ করেছেন; যেহেতু এ রাকাতদ্বয়ও রাতের বেলায় আদায় করা হয়। আরেকটি সম্ভাবনা হল: নবী সান্নাহাহু আলাইহি ওয়া সান্নাম রাতের নামাযের শুরুতে খুবই হালকাভাবে যে দুই রাকাত নামায পড়তেন তিনি সে দুই রাকাত নামাযকেও যোগ করেছেন। হাফেয় ইবনে হাজার বলেন: আমার দৃষ্টিতে এটাই অগ্রগণ্য... [ফাতহুল বারী]

এর মাধ্যমে ফুটে উঠল যে, নবী সান্নাহাহু আলাইহি ওয়া সান্নাম রাতের বেলায় সর্বমোট কত রাকাত নামায পড়তেন আয়েশা (রাঃ) সেটাই উদ্দেশ্য করেছেন। তার হাদিস থেকে আলেমগণ এটাই বুঝেছেন।

আরও জানতে পড়ুন: [9036](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আন্তর্ভুক্ত সর্বজ্ঞ।